

জাতীয় স্কেলে বেতন দাখিল ইংতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের ধর্মঘট চলছে

মুদ্রাক্ষর বিশেষ

জাতীয় স্কেলে বেতন-ভাতার দাবিতে ইংতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের আন্দোলন তৃতীয় দিনের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ১০০ তম জাতীয় শ্রেণি চতুর্থ শাসন অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এদিন তারা দুপুরে ২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন কর্মসূচিও পালন করেন। স্বতন্ত্র ইংতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য পরিষদের যানবাহন: এ আন্দোলন আরও দু'দিন চলেবে বলে জানান শিক্ষকরা। বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কর্মসূচি পালনকালে শিক্ষকরা বলেন, বড়ই বিচিত্র এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। একই বিশেষণে পর্যায়ক্রমে 'হাতে' যেহিঁটাত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা, পরে সিনিয়র স্কুলের, যখন বেতন-ভাতা (পেইস) এর পর তাদের চাকরিও জাতীয়করণ হল। কিন্তু উৎসাহিত, মাদ্রাসা শিক্ষা। অসংগতভাবে এই সীমিত মাদ্রাসা শিক্ষার সংরক্ষণশীলি বলে অভিযোগ করে বলেন, একদমই দেশে ১৮ মাস বিকৃত স্বতন্ত্র ইংতেদায়ি মাদ্রাসা ছিল। এখন আছে মাত্র ৬ হাজার ৮৪৮টি। বাকি ১২ হাজার বেতন-ভাতা না পাওয়ার কারণে বন্ধ করে চলে গেছেন শিক্ষকরা। অন্যদিকে যে সংখ্যক খোলা রয়েছে, তাও অতিদুঃসংখ্যক রয়েছে। এওপোর মধ্যে মাত্র দেড় হাজার মাদ্রাসায় সরকার ৫০০ টাকা ভাতা হিসেবে দেয়। অথচ এই পরিমাণ অর্ধ পিতা ব্যয়পালনের কোন কোন শিশুরও নাহাণ্য শেষ করে গেছেন। স্বতন্ত্রি আরও বলেন, সরকারি আরও সিক রয়েছে। ইংতেদায়ি মাদ্রাসার কোথাও কোথাও সরকার ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, বই, টিফিনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকরা বেতন পছন্দ না। স্বতন্ত্রা এবং মনন্যা সংরক্ষণে অনতিবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। অন্যভাবে অনায়েবর মধ্যে সংগঠনের সভাপতি মুহম্মদ আনিস চৌধুরী, মিনিয়র সহ-সভাপতি এমএম জয়নাল আবেদীন জিহাদী, মহাসচিব শামসুল আলম, মুখ্য মহাসচিব মোহাম্মদুল হকমান, আবেদন মাজার প্রসূন বক্তব্য করেন।